দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 MAY 1990
পৃঃ 7 কলাম 2

24

22

রাজশাহী ভার্সিটি পরীক্ষার খাতা লুইয়া দুর্নীতি ॥ তদন্ত কমিটি গঠন

(রাজশাহী অফিস)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ১৯৮৬ সালের মাষ্টার্স শেষ ভাগ পরীক্ষার মনোবিজ্ঞান বিষয়ের খাতা পরীক্ষা শেষে হলের বাহিরে লেখার একটি ঘটনা ফাঁস হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনা তদন্তের জন্য (৭মপৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহী ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদ গত রবিবার ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ডঃ শওকত আরা উক্ত পরীক্ষার প্রথম পত্রের পরীক্ষক ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার্থিগণ ঐ পরীক্ষকের মাধ্যমে কোন খাতা না দেখানোর জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে। ছাত্ররা তাঁহার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে এবং পরীক্ষার পুর্বে দীর্ঘ এক বছর তাঁহার ক্লাস বর্জন করে।

কর্তৃপক্ষও নীতিগতভাবে ছাত্রদের আবেদন মানিয়া নেয় এবং ডঃ শওকত আরা'কে কোন খাতা দেওয়া হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তিনি কোন এক মহলের প্রভাব খাটাইয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে খাতা লইয়া যান এবং প্রায় একমাস পরে খাতা দেখিতে অপারগতা জানাইয়া তাহা ফেরত দেন। তিনি খাতা দেখেন নাই তবে ফেরত দেওয়ার সময় প্যাকেটের সিল-গালা খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়।

ইহার পর খাতাগুলি দেখার জন্য একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ নুরুল্লাহকে দেওয়া হয়। জনাব নুরুল্লাহ উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষা করিবার সময় ২০২৮ ও ২৮৪৯ রোল নম্বরের খাতা দুইটিতে অসংগতি লক্ষ্য করেন এবং উহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। ইহার প্রেক্ষিতে গত শনিবার ভাইস চ্যান্সেলর স্বয়ং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং রেজিষ্ট্রারের উপস্থিতিতে খাতা দুইটি পরীক্ষা করেন এবং তাঁহাদের কাছেও অসংগতি দৃষ্টিগোচর হওয়ায় বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গত রবিবার গণিত বিভাগের প্রফেসর ফররুক খলিলকে সভাপতি করিয়া ৩-সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য দুইজন সদস্য হইতেছেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর মোজাম্মেল হক ও রাজশাহী সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আবুল কাশেম। কমিটিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হইয়াছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে, উল্লিখিত খাতা দুইটির একটি মনোবিজ্ঞান বিভাগেরই অপর একজন শিক্ষকের স্ত্রী'র।